বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১২-২০১৩

শিল্প মন্ত্রণালয়

(রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ)

অর্থ বছর ঃ ২০১১-২০১২

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

ঃ সূচিপত্র ঃ

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-১৬
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	১৭-২০
৭	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৬/০৯/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২০/১২/২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে অংশ বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করা আবশ্যক। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর প্রণীত অডিট আপত্তিসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসরন করা আবশ্যক যাতে পরবর্তীতে এ ধরনের অনিয়মসমূহ সংঘটিত না হয়। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ১১/১২/২০১৬, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	কাফকো হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সংস্থার আয় হিসাবে প্রদর্শন না করায় সরকার কর্পোরেট ট্যাক্স হতে বঞ্চিত।	৫৪,৬১,৯৮,৮৫১
০২	২১৩.৩০ মে.টন ইউরিয়া সার গুদামে কম পাওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	৬৪,৬৮,৯৫৬
০৩	কমিটি কর্তৃক বাস্তব গণনায় বাফার গুদামে আমদানীকৃত ইউরিয়া সার কম পাওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	২৩,৯৭,৫১৭
০৪	শিল্প মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারীকৃত উৎসাহ বোনাস স্কীমের শর্ত পরিপালন না করে অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় ক্ষতি ।	২,৫০,২৭,৫৮৫
০৫	বিভিন্ন মডেলের গাড়ী নিখোঁজ থাকায়/অস্তিত্ব না থাকায় এবং গাড়ী ক্রেতাদের কিস্তি অনাদায়ে গাড়ী আটক না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	৬,৫৪,২২,৪৩৮
০৬	প্রকল্পের নামে ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার ফলে অর্জিত সুদ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৪৯,২৬,৪৩৫
০৭	সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে আদায়কৃত সুদের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	৩৪,৬০,৩১৩
	মোট =	৬৭,৩৯,০২,০৯৫

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছর ঃ

- ২০১০ হতে ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন হিসাব ও অর্থ বছর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
২	টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।	১৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ হতে ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৩	প্রগতি ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ।	১৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ হতে ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।
৪	বিসিক প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।	১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ ঃ

- সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদঃ ০১।

শিরোনামঃ কাফকো হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ সংস্থার আয় হিসাবে প্রদর্শন না করায় সরকার ৫৪,৬১,৯৮,৮৫১ টাকার কর্পোরেট ট্যাক্স হতে বঞ্চিত।

বিবরণঃ

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কাফকো'র সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও জেনারেল লেজার পর্যালোচনায় উক্ত টাকা ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-জারাবো/আঃআঃবিঃ/কর-৭/০২/২০১১; তারিখ ১৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ এর অনু-১(খ) অনুযায়ী নন-পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানী ৩৭.৫% হারে আয়কর দিতে হবে।

- বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন এর সহিত কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং লিঃ (কাফকো) এর সম্পাদিত চুক্তিপত্র অনুযায়ী বিসিআইসি'র উক্ত কোম্পানী ৪৩.১৫% মালিকানা (১৯৮,৭৯,৮৪৯ টি শেয়ার) রয়েছে।
- কাফকো কর্তৃক ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে লভ্যাংশ বাবদ মোট ৩১২,১১,৩৬,২৯৩ টাকা হতে ২০% ট্যাক্স বাবদ ৬২,৪২,২৭,২৫৮.৬০ টাকা কর্তন করে নীট ২৪৯,৬৯,০৯,০৩৪.৪০ টাকা চেয়ারম্যান, বিসিআইসি অনুকূলে প্রেরণ করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- উক্ত শেয়ারের লভ্যাংশ বিসিআইসি'র চুড়ান্ত হিসাবে আয় হিসাবে প্রদর্শন করা হয়নি। বিসিআইসি নন পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানী হিসাবে গণ্য হওয়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রস লভ্যাংশ বাবদ প্রাপ্ত আয় ৩১২,১১,৩৬,২৯৩ টাকার উপর ৩৭.৫% হারে ১১৭,০৪,২৬,১০৯.৮৭ টাকা আয়কর প্রদানযোগ্য। উক্ত লভ্যাংশের উপর ২০% হারে উৎসে আয়কর বাবদ ৩,১২,১১,,৩৬,২৯৩×২০% = ৬২,৪২,২৭,২৫৮.৬০ টাকা কাফকো কর্তৃক কর্তন করা হয়েছে বিধায় বিসিআইসি কর্তৃক (১১৭,০৪,২৬,১০৯.৮৭ - ৬২,৪২,২৭,২৫৮.৬০) = ৫৪,৬১,৯৮,৮৫১.২৭ টাকা আয়কর বাবদ রাজস্ব আয় হতে সরকারকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বিসিআইসি কর্তৃক প্রধান কার্যালয় কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কাফকোতে মোট ২,০০,৪৯,৮৪৯ টি শেয়ারের মূলধনের বিপরীতে প্রতিটি ১০০.০০ টাকা হিসাবে মোট ২০০,৪৯,৮৪,৯০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করা হয়; যা কাফকোর পরিশোধিত মূলধনের ৪৩.৫০%। উক্ত বিনিয়োগের সাথে সরকারের সিইউএফএল ও এএফসিএল, নরডিক ডানিডা গ্রান্ট এবং বিসিআইসির মাধ্যমে অর্থ-সংস্থান করা হয়। উক্ত অর্থের মধ্যে সরকারের ১,৭০,০০০ শেয়ার এবং বিসিআইসি প্রধান কার্যালয়ের নামে ১,৯৮,৭৯,৮৪৯ টি শেয়ার কাফকো হতে ইস্যু করা হয়। কাফকো হতে ২০১১-১২ সালে বিসিআইসি শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ ২৪৯,৬৯,০৯,০৩৪ টাকা (২০% এ আইটি বাদ দিয়ে) প্রাপ্ত হয়; যা বিসিআইসি বোর্ডের ১০৫৯ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ রিজার্ভ হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কেননা আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৩৩ ধারা অনুযায়ী লভ্যাংশ ও সুদ সংস্থার আয় হিসাবে গণ্য করে নির্ধারিত হারে কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া বিগত বছরসমূহে লভ্যাংশ বিনিয়োগ করে প্রাপ্ত সুদও আয় হিসাবে হিসাবভুক্ত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। ৩০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সূত্র নং-জারাবো/আঃআঃবিঃ/কর-৭/০২/২০১১ তারিখঃ ১৭-০৭-২০১১ খ্রিঃ এর অনু-০১(খ) অনুযায়ী বিসিআইসি নন-পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানী হিসেবে গণ্য হওয়ায় ৩৭.৫০% হারে আয়করের মধ্যে ইতোমধ্যে, কাফকো কর্তৃক প্রাপ্ত লভ্যাংশের ২০% হারে উৎসে আয়কর বাবদ টাকা চালানের মাধ্যমে কাফকো কর্তৃক পরিশোধ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭.৫০ % হারে ৫৪,৬১,৯৮,৮৫১.২৭ টাকা আয়কর এখনও জমা দেয়া হয়নি। আয়কর জমা দানের বিষয়টি বিসিআইসির বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ড যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে বোর্ডে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করে। বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদন পাওয়া গেলে আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে।
- ১৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। অদ্যাবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- কাফকো হতে লভ্যাংশ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয় হিসেবে গণ্য করে উহার উপর নির্ধারিত হারে কর্পোরেট ট্যাক্স সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৩—

অনুচ্ছেদঃ ০২।

শিরোনামঃ ২১৩.৩০ মে.টন ইউরিয়া সার গুদামে কম পাওয়ায় সরকারের ৬৪,৬৮,৯৫৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবে ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কালিগঞ্জ বাফার গুদামের তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় উক্ত টাকার ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

- সংস্থার দপ্তরাদেশ নং-৩৬.০৯১.০২৭.০১.০২ ৪৭০৮.২০১১-৩২৬ তারিখঃ ০৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ০৫-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত কালিগঞ্জ বাফার গুদামে অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

অনিয়মের কারণঃ

- তদন্ত কমিটি কালিগঞ্জ বাফার গোডাউনে ০৭-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৩টি গোডাউনে বাস্তব গণনায় (১নং গোডাউনে ১৩১.৫৫ মে.টন + ২ নংগোডাউনে ৭৭১.১০ মে.টন + ৩ নং গোডাউনে ৪০৩.৭৫মে.টন) = ১৩০৬.৪০ মে.টন ইউরিয়া সার পাওয়া যায়। ০৭-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখে রেকর্ড অনুযায়ী প্রারম্ভিক মজুদ ১৫১৯.৭০ মে.টন ছিল। ফলে বাস্তব গণনায় (১৫১৯.৭০-১৩০৬.৪০) = ২১৩.৩০ মেঃ টন ইউরিয়া সার ঘাটতি বা কম পাওয়া যায়।
- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী উক্ত আমদানী সারের মূল্য প্রতি মে.টন ৩০৩২৭.৯৭ টাকা হিসাবে (২১৩.৩০ × ৩০৩২৭.৯৭) = মোট ৬৪,৬৮,৯৫৬ টাকা; যা সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, কালিগঞ্জ বাফার গুদামে বাস্তব গণনায় ঘাটতিকৃত ২১৩.৩০ মেঃটন ইউরিয়া সার ঘাটতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় তদন্ত শেষে ঘাটতি সারের মূল্য আদায়ের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কেননা সরকারি অর্থে আমদানীকৃত সারের ঘাটতির বিষয়টি সেপ্টেম্বর/২০১১ মাসে উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন কার্যকরি পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। ৩০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয়–অভিযোগের বিষয় সমুহ তদন্ত করার জন্য দপ্তরাদেশ সূত্র নং-৩৬. ০৯১.০২৭.০১.০২.৪৭০৪.২০১১-০৫ তারিখঃ ১০-০১-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। তদন্ত কমিটির মতামত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ১৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক গৃহীত কার্যকরী ব্যবস্থার উল্লেখপূর্বক পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা সত্বর আদায় এবং বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৩।

শিরোনামঃ কমিটি কর্তৃক বাস্তব গণনায় বাফার গুদামে আমদানীকৃত ইউরিয়া সার কম পাওয়ায় সরকারের ২৩,৯৭,৫১৭ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

বিসিআইসি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩১-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে টেপাখোলা বাফার গুদামের বাস্তব গণনার প্রতিবেদন পর্যালোচনায় উক্ত টাকার ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরেরর টেপাখোলা বাফার গুদাম, ফরিদপুর এর ইউরিয়া সার বাস্তব গননার জন্য সুত্র নং বিসিআইসি/বিপণন/বাফার ইনভেন্টরী/২০১১-২০১২/১৮৫ তারিখঃ ২৭-০৬-২০১২ খ্রিঃ এবং সূত্র নং বিসিআইসি/ বিপণন/বাফার ইনভেন্টরী/১১-১২/২৪৪ তারিখঃ ২৮-০৮-২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
- কমিটি ৩১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে ইউরিয়া সারের প্রারম্ভিক মজুদের বাস্তব গণনার কাজ সম্পূর্ণ করে ০২-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে উর্দ্বতন মহাব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

অনিয়মের কারণঃ

- গুদামে রেকর্ড অনুযায়ী ৩১-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বহি:বিশ্ব হতে আমদানী করা ইউরিয়া সার ৪৭৪.৮৪ মে: টন এবং কাফকো হতে প্রাপ্ত ৯৪.৭৫ মে: টন মজুদ থাকার কথা। কিন্তু উক্ত তারিখে বাস্তব গণনায় আমদানী করা ইউরিয়া সার ৪২৮.০৫ মে: টন ও কাফকোর ৯৪.৭৫ মে: টন পাওয়া যায় অর্থাৎ বাস্তব গণনায় বহি:বিশ্ব হতে আমদানী করা ইউরিয়া সার (৪৭৪.৮৪-৪২৮.০৫) মে: টন = ৪৬.৭৯ মে: টন কম পাওয়া যায়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী বহি: বিশ্ব হতে আমদানী করা প্রতি টন ইউরিয়া সারের মূল্যে (৪৭৩৭,৩১,১৩,১০৭.০৭÷৯,২৪,৫৩৪.৮৫) = ৫১,২৩৯.৯৪ টাকা ঘাটতিকৃত সারের মূল্য (৪৬.৭৯×৫১,২৩৯.৯৪) = ২৩,৯৭,৫১৬.৭৯ টাকা যা সরকারের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, টেপাখোলা বাফার গুদামে বাস্তব গণনায় ঘাটতিকৃত ৪৬.৭৯ মেঃটন ইউরিয়া সার ঘাটতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় তদন্ত শেষে ঘাটতিকৃত সারের মূল্য আদায়ের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি কেননা সরকারি অর্থে আমদানীকৃত সারের ঘাটতির বিষয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১১-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। ৩০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। ঘাটতির দায়দায়িত্ব নিরূপণের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দপ্তরাদেশ সূত্র নং-বিসিআইসি/প্রশাসন-৩(নিরীক্ষা-১৭০)/৪৬৭ তারিখঃ ১৮-১০-২০১২ খ্রিঃ মোতাবেক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সে অনুযায়ী গুদাম ইনচার্জকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ১৯-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতিউত্তরে আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন মোতাবেক গৃহীত কার্যকরী ব্যবস্থার উল্লেখপূর্বক পুনঃজবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয় কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা সত্বর আদায় এবং বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গহণ করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৪।

শিরোনামঃ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উৎসাহ বোনাস স্কীমের শর্ত পরিপালন না করে অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় ক্ষতি ২,৫০,২৭,৫৮৫ টাকা।

বিবরণঃ

টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ, পতেঙ্গা, চট্টগ্রামের ২০১০-২০১২ সালের হিসাব ১৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ হতে ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে উৎসাহ বোনাস নথি ও পরিশোধ ভাউচারসমূহ যাচাই করে দেখা যায় যে, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উৎসাহ বোনাস স্কীমের শর্ত পরিপালন না করে অনিয়মিতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করায় প্রতিষ্ঠানের ২,৫০,২৭,৫৮৫ টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৭-১৯৮৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-শিল্প/এএ-৩/১৫/৮৭/১৩০এর মাধ্যমে জারীকৃত উৎসাহ বোনাস স্কীমের ১(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলে কেবল তখনই উৎসাহ বোনাস প্রাপ্য হবে। ২(ক) অনুচ্ছেদ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রার ৭১% এর নীচে উৎপাদন হলে উৎসাহ বোনাস পাওয়া যাবে না। ২(খ) অনুচ্ছেদ এর শর্ত (১)মোতাবেক বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট বছরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার কম নির্ধারণ করা যাবে না। ৩(ঙ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক যান্ত্রিক গোলযোগ, বিঘ্নিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশের ঘাটতি এবং অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে উৎপাদন বিঘ্নিত হলে বোনাস নির্ধারণের অনুকূলে তা কোনভাবেই বিবেচ্য হবেনা। ৩(চ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক বোনাস হিসাব করার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করা যাবে না।
- ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের উৎসাহ বোনাস (উৎপাদন, বিক্রয় ও মুনাফা) প্রদানের ব্যাপারে বিসিআইসি-এর ১১-০৭-২০১০ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-১৯৭ এবং ১৯-০৭-২০১১ খ্রিঃ তরিখের পত্র নং-১৯৮ এর মাধ্যমে বলা হয় যে, উল্লিখিত উৎসাহ বোনাস স্কীমের সকল শর্ত কঠোরভাবে পরিপালিত হলে এবং ১৭-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-২০২ মোতাবেক উৎপাদনের সাথে সাথে ব্যাগিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকলে বোনাস প্রদান করা যেতে পারে।
- প্রতিষ্ঠানের ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ সালের প্রত্যেক বছরের জন্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল টিএসপি ১,০০,০০০ মেঃ টন এবং মিশ্র সার ২৫,০০০ মেঃ টনসহ সর্বমোট ১,২৫,০০০ মেঃ টন।

অনিয়মের কারণঃ

- প্রতিষ্ঠানটি ২০০৯-১০ সালে প্রকৃত উৎপাদন করে টিএসপি ৭৬,৬১৮ মেঃ টন ও মিশ্র সার ১৬১.০৫ মেঃ টনসহ সর্বমোট ৭৬,৭৭৯.০৫ মেঃ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার ৬১.৪২%। অন্যদিকে ২০১০-১১ সালে প্রকৃত উৎপাদন টিএসপি ৬৩,৪৫৭ মেঃ টন ও মিশ্র সার ৩২৪.৯৫ মেঃ টনসহ সর্বমোট ৬৩,৭৮১.৯৫ মেঃ টন; যা লক্ষ্যমাত্রার ৫১.০৩%।
- কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রকৃত উৎপাদনকে সংশোধিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত বিক্রয়কে সংশোধিত বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে গণ্য করে অনিয়মিতভাবে ২০০৯-১০ সালে উৎসাহ বোনাস হিসেবে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদিগকে ১,২৫,৫৪,২২৩ টাকা এবং ২০১০-১১ সালের জন্য ১,২৪,৭৩,৩৬২ টাকাসহ সর্বমোট-২,৫০,২৭,৫৮৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে; যা বোনাস স্কীম আদেশের ৩(চ) নং অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বছরের শুরুতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নয়। পরবর্তীতে ভর্তুকীর টাকা প্রাপ্তি, কাঁচামাল প্রাপ্তি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে। উক্ত চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় বিধি মোতাবেক উৎসাহ বোনাস পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উৎসাহ বোনাস স্কীমে বছরের শুরুর অনুমোদিত/নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে উৎসাহ বোনাস হিসাব করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে যেকোন কারণেই লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করা হউক না কেন উহাকে ভিত্তি ধরে উৎসাহ বোনাস দেয়া যাবে না মর্মে বোনাস স্কীমের ৩(চ) নং অনুচ্ছেদে নির্দেশনা রয়েছে।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ২৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটিসহ অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে নির্ধারিত উৎপাদন ও

বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়ায় নিয়ম-নীতির আওতায় শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রণোদনা হিসেবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রতিউত্তরে জানানো হয় যে, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উৎসাহ বোনাস স্কীমের ৩(চ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক যেকোন কারণেই লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন করা হউক না কেন উহাকে ভিত্তি ধরে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা যাবেনা।

- উল্লেখ্য ২৪-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫তম বৈঠকে সিদ্ধান্ত "উৎসাহ বোনাস স্কীম বহির্ভূত বোনাস দেয়ার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে তিন মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও নীতিমালা বহির্ভূত প্রদত্ত বোনাসের অর্থ এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোন ফ্যাক্টরীতে নীতিমালা বহির্ভূতভাবে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা যাবে না"।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত উৎসাহ বোনাসের টাকা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়মের পুণরাবৃত্তি পরিহার করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫।

শিরোনামঃ বিভিন্ন মডেলের গাড়ী নিখোঁজ থাকায়/অস্তিত্ব না থাকায় এবং গাড়ী ক্রেতাদের কিস্তি অনাদায়ে গাড়ী আটক না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৬,৫৪,২২,৪৩৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ হতে ০২-১২-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষাধীন সময়ে কিস্তিবন্দি গাড়ী ক্রেতাদের আদায় রেজিষ্টার ও অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন মডেলের গাড়ী নিখোঁজ/অস্তিত্ব না থাকায় এবং গাড়ী ক্রেতাদের কিস্তি অনাদায়ে গাড়ী আটক না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ৬,৫৪,২২,৪৩৮ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৫/১-৫/২"তে প্রদর্শিত হলো)।

- কিস্তিবন্দি পদ্ধতিতে ডিলার, সার্ভিসিং এজেন্টে বা সরাসরি প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতাদের নিকট বিভিন্ন মডেলের গাড়ী বিক্রি করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এবং গাড়ীর ক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তিনামার শর্তানুযায়ী পরপর ০৩ (তিন) টি মাসিক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে অনাদায়ী কিস্তি আদায়ের লক্ষ্যে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কর্তৃক বিক্রিত গাড়ী আটকসহ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

অনিয়মের কারণঃ

- বিক্রয় চুক্তিনামার শর্তানুযায়ী কিস্তি খেলাপী গাড়ীর ক্রেতাদের বকেয়া কিস্তি অনাদায়ে খেলাপী গ্রাহকদের গাড়ী আটক করে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর হেফাজতে নেয়া হয়নি এবং খেলাপী গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি।
- সংশ্লিষ্ট আদায় কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও এ সকল গাড়ী আটক করে বকেয়া কিস্তি অনাদায়ে খেলাপী ক্রেতার বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষাকালীন কোনো জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকাকালীন গাড়ীগুলো নিখোঁজ থাকায়/অস্তিত্ব না থাকায় এবং পাওনাদি আদায় না হওয়ার বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত সাপেক্ষে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৬-০২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ১৮-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। ৩০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, বর্তমানে বিভিন্ন কৌশলে আদায়ের জোর তৎপরতা চলছে। আলোচ্য টাকা অনাদায়ী থাকার ব্যাপারে কোন কর্মকর্তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী কি না তা নির্ধারণ করার জন্য তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সর্বশেষ অবস্থা জানানোর অনুরোধ জানিয়ে ১০-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতি-উত্তর দেওয়া হয়। অদ্যবধি আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬।

শিরোনামঃ প্রকল্পের নামে ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার ফলে অর্জিত সুদ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,৪৯,২৬,৪৩৫ টাকা।

বিবরণঃ

বিসিক প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী, ক্যাশ বুক, লেজার, আয়-ব্যয় ও অন্যান্য রেকর্ড পত্র ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, প্রকল্পের নামে ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার ফলে অর্জিত সুদ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি ২,৪৯,২৬,৪৩৫ টাকা।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ, উন্নয়ন শাখা-১ এর স্মারক নং অম/অবি/উঃগঃশঃ/৩/৯/৬৪/৪৫৩(২০০)তারিখ ১৩/১০/১৯৯৪খ্রিঃ মোতাবেক সকল স্বশাসিত সংস্থা এডিপির/প্রকল্পের অর্থ পৃথক একটি সুদযুক্ত হিসাবে জমা রাখিবে এবং তার উপর প্রাপ্ত সুদ সংস্থা প্রতি বছরের জানুয়ারী এবং জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক জমা প্রদান করিবে।

অনিয়মের কারণঃ

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, বিসিক প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) শিল্প পার্ক প্রকল্পের ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার দরুন প্রাপ্ত/অর্জিত সুদ ২,১৩,৩৪,৯৭৭.৮৮ টাকা, চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পের প্রাপ্ত সুদ ২২,৯১,৬৫৪.৭০ টাকা এবং ২টি পুরাতন শিল্প নগরী প্রকল্পের প্রাপ্ত সুদ ১২,৯৯,৮৪৫/৫০ টাকাসহ সর্বমোট ২,৪৯,২৬,৪৩৫.০৮ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়নি। ফলে সরকারের আলোচ্য রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "৬/১" তে প্রদর্শিত হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানে জবাব ঃ

- ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের অর্জিত সুদের ২,৪৯,২৬,৪৩৫ টাকা প্রকল্পের কোন কাজে ব্যয় করা হয়নি। সুদ বাবদ অর্জিত টাকা কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলে সরকারী কোষাগারে জমা করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- অর্জিত সুদের টাকা বিধি মোতাবেক সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। ১৮-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিকের বাস্তবায়নাধীন এবং ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ব্যাংক একাউন্ট ও এফডিআর-এ জমাকৃত অর্থের উপর প্রাপ্ত সুদের টাকা বিসিকের রাজস্ব খাতের আয় হিসাবে হিসাবভুক্তকরণ ও স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত টাকা হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।
- ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতি-উত্তরে প্রকল্পের অর্থ ব্যাংকে রাখার দরুন অর্জিত সুদের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করে সমুদয় প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়া হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকল্পের অর্থ ব্যাংকে রাখার দরুন অর্জিত সুদের টাকা সরকারী কোষাগারে অতি সত্বর জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৭।

শিরোনামঃ সম্পুর্ণ সরকারী অর্থে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বিভিন্ন খাতে আদায়কৃত সুদের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ৩৪,৬০,৩১৩ টাকা।

বিবরণঃ

বিসিক প্রধান কার্যালয়ের আওতাধীন চামড়া শিল্প নগরী উন্নয়ন প্রকল্প সাভার এর ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৪-১০-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ক্যাশ বুক, লেজার, বিভিন্ন আয় ও তার হিসাব সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, চামড়া শিল্প উন্নয়ন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ সরকারী অর্থে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প, যার বিভিন্ন খাতে আদায়কৃত সুদের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ৩৪,৬০,৩১৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা, জমি ক্রয়, উন্নয়ন, হস্তান্তর, খাজনা পরিশোধ ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যয় সরকারী অর্থে করা হয়। সুতরাং প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এর আয় সরকারী আয় হিসাবে গণ্য হবে। ট্রেজারী রুল/বিধি-০৭ মোতাবেক সরকারী কোন অর্থ প্রাপ্ত হলে তা সাথে সাথে ট্রেজারীতে জমা দিতে হবে। কোন ক্রমেই তা হাতে বা অফিসের ক্যাশে রাখা যাবে না বা অফিসের ব্যয়/সমন্বয় করা যাবে না।

অনিয়মের কারণঃ

- বাস্তব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জমির কিস্তি, খাজনা ও সার্ভিস চার্জের উপর যথাক্রমে (৩৩,৩৬,৬০৭+৬,৩০৯+ ১,১৭,৩৯৭) = ৩৪,৬০,৩১৩ টাকা সুদ আদায় করা হয়েছে; যা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানে জবাব ঃ

- চামড়া শিল্প নগরী প্রকল্পের বরাদ্দকৃত প্লটের প্রিমিয়াম, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য আদায়কৃত অর্থ সুদসহ বিসিকের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিক তা সরকারী কোষাগারে জমা করে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব যথাযথ নয়, কেননা যে কোন প্রকার আয় বা প্রাপ্ত টাকা ট্রেজারী রুল-০৭ মোতাবেক সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তা না করে প্রকল্পের তথা বিসিকের নিজস্ব হিসাবে জমা রাখা হয়েছে। সকল প্রকার আয় সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য।

- সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের প্রাপ্ত বিভিন্ন সুদের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়েছে বলা হলেও নির্দেশনা সংক্রান্ত কোন আদেশ সংযুক্ত করা হয়নি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৪-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। যথাসময়ে জবাব না পাওয়ায় ৩০-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। ১৮-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তিতে উল্লেখিত হিসাব দুটির জমাকৃত অর্থ বিসিকের স্মারক নং-এফ/বি/১০১/(পি-১০)/৬৫৫(৩); তারিখঃ ১৬-০৯-২০০৮ এর আদেশে জনতা ব্যাংক লিঃ, তোপখানা রোড শাখা, ঢাকা হতে তিন মাস অন্তর অন্তর স্থানান্তর করে জমির কিস্তির অর্থ বিলম্ব প্রদানের সুদসহ এসটিডি হিসাব নং-৩৬০০০৭৯৩ এবং সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য আদায়ের অর্থ বিলম্ব প্রদানের সুদসহ এসটিডি হিসাব নং-৩৬০০০৩৮২ জনতা ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল কর্পোরেট শাখা, ঢাকাতে জমা করা হয়।

- ২৪-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে জবাবের প্রতি-উত্তরে আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করে সমুদয় প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিভিন্ন খাতের আদায়কৃত সুদের টাকা সরকারী কোষাগারে অতি সত্বর জমা করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চূড়ান্ত হিসাব সম্পর্কিত

নিরীক্ষা মন্তব্য

অনুচ্ছেদঃ ০১

শিরোনামঃ বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-১২ অর্থ বছরের চূড়ান্ত হিসাবের উপর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভুত নিরীক্ষা মন্তব্য।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য বহিঃ নিরীক্ষক (সিএ ফার্ম)-কে ০৫-০৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয়। বহিঃ নিরীক্ষক কর্তৃক যথাক্রমে ০৫-০৩-২০১৩ খ্রিঃ ও ১৯-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মতামতসহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভায় উক্ত অর্থ বছর সমূহের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব অনুমোদিত হয়নি। উক্ত নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব মূল্যায়নের পর বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের একীভুত নিরীক্ষা মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- President's Order No.27 of 1972 The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order-1972 এর 21(1)নং ধারায় উল্লেখর রয়েছে যে, A Corporation shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including a profit and loss account and balance sheet. কিন্তু বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক Income & Expenditure Account প্রস্তুত করা হলেও উল্লেখিত ধারা অনুযায়ী লাভ-ক্ষতি হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হচ্ছে না। President's Order No.27 of 1972 এর 21(1) ধারা অনুযায়ী কর্পোরেশনের লাভ-ক্ষতি হিসাব এর পরিবর্তে Income & Expenditure হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করার কারণ জানা আবশ্যক।

- The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) Order-1972 এর অনুচ্ছেদ নং-২১(২) ও ২২(২) মোতাবেক আর্থিক বছর শেষে যত শীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হিসাব সিএ ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করার নির্দেশনা থাকলেও ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছর শেষ হওয়া সত্ত্বেও বিসিআইসি এর চূড়ান্ত হিসাব সিএ ফার্ম কর্তৃক এখনও নিরীক্ষা করা হয়নি। যথা সময়ে চূড়ান্ত হিসাব এর নিরীক্ষা সম্পন্ন না করার কারণ উল্লেখ করা আবশ্যক।

- কর্পোরেশন এর নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব পরিচালনা পর্ষদ সভায় অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব পর্ষদ সভায় কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ার কারণসহ পূর্বেও নিরীক্ষিত চূড়ান্ত হিসাব সমূহ পর্ষদ সভায় অনুমোদিত হয়েছে কিনা জানা আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রে Fixed Assets অংশে পুঞ্জিভূত অবচয় ৩২৫৭.২২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হলেও সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ০৮-০৪-১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবচয় তহবিল সৃষ্টি করা হয়নি। অবচয় তহবিল সৃষ্টি না করার কারণ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃতারিখে স্থিতিপত্রের Current Assets অংশে Receiveable from Projects/Enterprises খাতে ১,২০,১৬২.৭৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। এত বিপুল অংকের টাকা আদায়/সমন্বয় না করার কারণ ব্যাখা করতঃ বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদানসহ সমুদয় অর্থ আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে Balance sheet এর Current Assets অংশে অগ্রিম, জমা ও পূর্ব পরিশোধ খাতে ১৪৬৯.৯৪ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে বেতন অগ্রিম, টিএ/ডিএ, কেনাকাটা, ঠিকাদার অগ্রিম ইত্যাদি খাতে খরচ দেখানো হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দিন যাবৎ উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয় করা হয়নি। সাময়িক খরচের বিপরীতে প্রদত্ত অগ্রিম সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের মধ্যে সমন্বয় করার বিধান থাকলেও তা অনুসরণ না করে নতুন অগ্রিম প্রদানের কারণ ব্যাখ্যাসহ নিরাপত্তা জামানত ব্যতীত সমুদয় টাকা আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্থিতিপত্রের Current Assets অংশে ব্যবসায়িক দেনাদার খাতে ৪৮৬.২৯ লক্ষ টাকা অনাদায়ী/অসমন্বিত প্রদর্শিত হয়েছে। বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণসহ উক্ত টাকা অতি সত্বর আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির ৩০-০৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখে স্থিতিপত্রের Current Assets অংশে Stock & Stores খাতে ২৬.৮৩ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত খাতে ৩০-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ১৬.৭৫ লক্ষ টাকার মালামাল প্রদর্শিত

হয়েছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০.০৮ লক্ষ টাকার মালামাল বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত খাতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরে মালামাল বৃদ্ধির কারণ উল্লেখসহ মালামালের বছর ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদান করা আবশ্যক।

- প্রতিষ্ঠানটির স্থিতিপত্রের Current Liabilities অংশে Liabilities for Other Finance খাতে ৪৮৯৭৪.৯২ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে Profit Contribution Payable to Govt. উপখাতে ৪০৬৩.৪৮ লক্ষ টাকা প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত টাকা ৯টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে লভ্যাংশ/প্রফিট কন্ট্রিবিউশন বাবদ প্রাপ্ত হয়েছে; যা সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। উক্ত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করার কারণ ব্যাখ্যাসহ Liabilities for Other Finance খাতে প্রদর্শিত সমুদয় টাকা সংশ্লিষ্টদের পরিশোধ করা আবশ্যক (পরিশিষ্ট "১/১")।

- ১৯৭৩-৭৪ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৯৭৯ টি তন্মধ্যে মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৭৪৭ টি, অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা ২৩২ টি এবং অমীমাংসিত অনুচ্ছেদের মোট জড়িত টাকার পরিমান ২,১৭,৩৩৭.৭৬ লক্ষ। অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক (পরিশিষ্ট "১/২")।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রতিষ্ঠানটির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার দুর্বলতা সমূহ পরিহার করে ভবন ভাড়া ও বিবিধ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সফল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত নিরীক্ষা মন্তব্য সমূহের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ জহুরুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫-১৬/৬৬১৮ কম/এ—৮০০ বই, ২০১৬।